তারিখ 09 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

বর্ধিত সংস্করণের জাঁতাকলে শিক্ষার্থীরা

মো. ফজলুল কাদের চৌধুরী

প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের সব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ করার কাজটি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) করে থাকে। এ ছাড়াও এ প্রতিষ্ঠানটি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন দেয় আবার অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের মূল্যও নির্ধারণ করে দেয়।

একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির কোনো পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসার আগেই এনসিটিবির অনুমোদনের প্রয়োজন। কিন্তু বাজারে এমন পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যায়, যার অনুমোদন নেই। এনসিটিবির অনুমোদনপ্রাপ্ত বইগুলোতে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত' লেখা থাকে। আর যেসব পাঠ্যপুস্তক এনসিটিবি কর্তৃক অনুমোদিত নয়, সেগুলোতে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী রচিত' লেখা থাকে। বই কেনার সময় কেউ হয়তো এনসিটিবির অনুমোদন থাকা বা না থাকার বিষয়টি খেয়াল করছে না আবার কেউ খেয়াল করলেও কথার মারপ্যাঁচে কোন বইগুলো অনুমোদিত নয়, তা বুঝতে পারছে না। সদ্য এসএসসি পাস করা একজন শিক্ষার্থী, যে পূর্বে কখনও একটি বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক দেখেনি কিংবা লাইব্রেরি থেকে কখনও কোনো পাঠ্যপুস্তক ক্রয়ের সুযোগ পায়নি, তার চোখে এ জাতীয় কথার গূঢ় হস্য ভেদ করা সত্যিই কঠিন। ফলে অনুমোদনহীন বইগুলো সহজেই শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

অনুমোদনহীন বইগুলোর মূল্য থাকে অনেকটা বেশি। ইদানীং অনুমোদিত বইয়ের বর্ধিত সংস্করণও চোখে পড়ছে। 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বইয়ের বর্ধিত সংস্করণ' লেবেল আঁটা এসব বই

এনসিটিবি একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের মূল্য নির্ধারণ করলেও বাজারে এমন পাঠ্যপুস্তক অহরহ পাওয়া যাচ্ছে, যার মূল্য এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত নয়। অনুমোদনহীন বইগুলোতে এমনটি দেখা যায়। অনুমোদিত বইগুলোর মূল্য এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত হয় বলে এদের মূল্য শিক্ষার্থী বা অভিভাবকদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। অন্যদিকে অনুমোদিত নয় আর এসব বইয়ের মূল্যও এনসিটিবি কর্তৃক নির্ধারিত নয়। ফলে অনেক বেশি মূল্যে শিক্ষার্থীরা এ বইগুলো কিনতে বাধ্য হচ্ছে। পাঠ্যবইয়ের মূল্যের ওপর এনসিটিবির নিয়ন্ত্রণ না থাকলে যে কী অবস্থা হয়, তা বোঝার জন্য আর কোনো উদাহরণের প্রয়োজন নেই। এভাবে চলতে থাকলে বইয়ের মূল্য সাধারণ জনগণের নাগালের বাইরে চলে যেতে বেশি দিন লাগার কথা নয়।

পাঠ্যবইয়ের আকার সম্পর্কিত এনসিটিবির নির্দেশনাও লঙ্ঘিত হচ্ছে। কোন বইয়ে কত পৃষ্ঠা থাকবে সেটা এনসিটিবি মোটামুটি নির্দিষ্ট করে দেয়। এনসিটিবির নির্দেশনা অনুযায়ী একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির রসায়নের প্রতিপত্রে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০ হবে, যা ১০ শতাংশ বেশি বা ১০ শতাংশ কম হতে পারে। এ হিসাবে রসায়ন বইতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ২২৫ থেকে সর্বোচ্চ ২৭৫ হওয়া উচিত। বাস্তবে পৃষ্ঠা সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। এনসিটিবির নির্দেশনা উপেক্ষা করে বইয়ের আকার ক্রমেই বেড়ে চলছে। এর ফলে একদিকে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পড়ালেখার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে বড় বইয়ের জন্য অভিভাবকদের অতিরিক্ত টাকাও খরচ করতে হচ্ছে। বইয়ের আকার বৃদ্ধি কিংবা অনুমোদিত বইয়ের বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য যে বর্ধিত মুনাফা অর্জন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভোগান্তির বিষয়টি নিয়ে কেউ ভাবছে না। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ একটাই। তা হলো একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের ওপর এনসিটিবির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। পাঠ্যপুস্তকের অনুমোদন ও মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি অনুমোদনহীন বই, এনসিটিবি কর্তৃক মূল্য নির্ধারিত নয় এমন বই কিংবা অধিক মুনাফার স্বার্থে রচিত অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকের বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ বন্ধ করার ক্ষেত্রে এনসিটিবিকে আরও কঠোর হওয়া উচিত।

শিক্ষক, জগন্নাথপুর ডিগ্রি কলেজ, সুনামগঞ্জ
mdfkader@gmail.com